কোটচাঁদপুরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

কোটচাঁদপুরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভা করা হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার উছেন মে। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আব্দুর রশিদ,থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) জগন্নাথ ঋঋবৎস্যকর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার, সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা চম্পা অধিকারি।

এ সময় বক্তারা ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বিচারের নামে কোন বিচারক অবিচার করলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে– প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো এই দেশের জনগন যাতে স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে ন্যায় বিচার লাভ করেন। এই রাষ্ট্রের মালিক ১৭ কোটি মানুষ। এই ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ নিত্যদিন আদালত চত্বরে আসেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায়। যেহেতু এই রাষ্ট্রের মালিক জনগন, সেহেতু মানুষ যাতে আদালতে এসে স্বঃস্বিতে বসতে পারেন, তারা যাতে বুঝতে পারেন এই জায়গাটি তাদের। সেই জন্য প্রায় প্রতিটি জেলায় বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মান করা হচ্ছে। এজন্য

প্রধানমন্ত্রী ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ আদালত প্রাঙ্গনে “ন্যায়কুঞ্জ” উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আদালতগুলোতে যে মামলা জট সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুত ছাড়াতে বিচারকগনকে বলা হয়েছে, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার পান। এদিকে ঝিনাইদহ আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচারের নামে কোন বিচারক যদি অবিচার করেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বিচার বিভাগের কেউ দুর্নীতি করলে তাকে রাখা হবে না।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি একটা ক্যান্সার। আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে। যদি একটি আঙ্গুলে ক্যান্সার হয় তাহলে বড় চিকিৎসা হচ্ছে সেটা কেটে ফেলা। তাই যে জজ বিচার বিক্রি করবে, সেই জজের আঙ্গুল কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। একজন জজ যদি বিচারের মাধ্যমে একজনের সম্পদ অন্যজনের দিয়ে দেন, তাহলে সে ডাকাতের চেয়েও খারাপ। তিনি বলেন, এমন অন্যায়ের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি কোন জজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পান, জানালে সাথে সাথে আমি ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

তিনি বলেন, ঝিনাইদহের বিষয়খালীর যুদ্ধ ইতিহাসের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ যা আমরা ভুলতে পারব না। ১৯৭১ সালে বিষয়খালী ব্রিজের এইপাশে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন। আর অপরপাশে ছিল পাকিস্তানী বাহিনী। সেখানে দির্ঘ সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল যা আমাদের ভুলবার নয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার এস কে এম তোফায়েল হাসান, জেলা প্রশাসক এস.এম রফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা জজ নাজিমুদৌলা, পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকিদুল ইসলাম, সরকারি কৌশুলী বিকাশ কুমার ঘোষ ও পিপি অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন বিচারাঙ্গনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই এম্বুলেন্সের ১ জন ড্রাইভার

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্সের ড্রাইভার রয়েছে ১ জন। এতে করে পরিবহন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারন মানুষ। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরেকটি ড্রাইভার এখন সময়ের দাবি এলাকাবাসির।

জানা যায়, ১ টি পৌর সভা ও ৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে এ উপজেলা। এ উপজেলায় রয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ১শ ২১ জন মানুষ। এ ছাড়া এ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫টি উপজেলার মাঝখানে অবস্থিত। এ কারনে ওই সব উপজেলার অধিকাংশ রোগি চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন এ কমপ্লেক্সে।যার মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদরের কিছু অংশ, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, চৌগাছা ও জীবননগর।

এ সব উপজেলা থেকে প্রতিনিয়ত রোগি আসে এ কমপ্লেক্সে। এ কারনে বাড়তি চাপ নিতে হয় এ কমপ্লেক্সের ডাক্তার, নার্স, সহ সংশ্লিষ্টদেরকে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবহন সেবা অন্যতম। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুইটি এম্বুলেন্স রয়েছে। তবে ড্রাইভার রয়েছে ১ টি। এ কারনে রোগিরা সরকারি এম্বুলেন্স সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অন্যদিকে প্রাইভেট এম্বুলেন্সের সেবা নিতে গেলে ব্যয় হচ্ছে বেশি টাকা। আর এ সবের জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রাইভেট এম্বুলেন্সের ব্যবসা। কয়েক বছর আগেও কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট এম্বুলেন্স ছিল ১/২ টা। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রাইভেট এম্বুলেন্স রয়েছে ১০/১২ টি। আর সব প্রাইভেট এম্বুলেন্স সেবা নিতে গেলে মানুষের লাগে বাড়তি টাকা।

এদিকে এ কমপ্লেক্সে ২ টি এম্বুলেন্স থাকা সত্বেও এর সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগিরা। এ কারনে আরেকটি এম্বুলেন্স ড্রাইভার এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

ভুক্তভোগি হেলাল উদ্দিন জানান, প্রয়োজনের সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এম্বুলেন্স সেবা পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে ওই সময় প্রাইভেট এম্বুলেন্স সেবা নিতে হয়। গুনতে বেশি টাকা। এ কারনে

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরো একটা ড্রাইভার খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এটা এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার সহসভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু বলেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্স থাকা সত্বেও মানুষ প্রয়োজনের সময় এ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষকে গুনতে হয় দ্বিগুন টাকা।

তিনি বলেন, এ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি আশ-পাশের কমপ্লেক্সের তুলনায় রোগির চাপ সব সময় বেশি হয়। এ কারনে এখান থেকে রোগি রেফার্ড ও বেশি হয়ে থাকে। এ জন্য জোরদার করা প্রয়োজন জরুরি এম্বুলেন্স সেবা। যাতে করে মানুষের এ সেবাটি নিশ্চিত করা যায়। এ কারণে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরেকটি ড্রাইভার এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এম্বুলেন্স ড্রাইভার আজব আলী জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি সচল এম্বুলেন্স রয়েছে। তবে থেকে লাভ কি। আমি কি একা দুটো কিভাবে চালাব। আরেকটি ড্রাইভার হলে কেমন হয়, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, অফিস চাইলে দিতে পারেন। আমার কোন সমস্যা নাই। কারন আমার চাকুরি তো সে নিয়ে নিবে না।

প্রয়োজনের সময়ে আপনাকে পাওয়া যায় না, এমন অভিযোগ রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। জানতে চাইলে বলেন, রাত দিন ২৪ ঘন্টা আমার ডিউটি। আমি ডিউটি ঠিকমতই করি। তবে মাঝে-মধ্যে বিপদ-আপাদ তো মানুষের থাকে। সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা তো করতে হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্স রয়েছে। ড্রাইভার একটা। ওই ড্রাইভার অলটানেট করে চালাবেন এম্বুলেন্স। তিনি বলেন, এ কমপ্লেক্সে একটা ড্রাইভারের পদ রয়েছে। চাইলেই হবে না। তবে কমপ্লেক্সের ১শ ভেবে কার্যক্রম চালু হলে এই সময় দুইজন ড্রাইভার চাইলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কোটচাঁদপুরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অফির্সাস ক্লাবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, মডেল থানার তদন্ত ওসি জগন্নাথ চন্দ্র, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অশিত বরণ পাল, সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কোটচাঁদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার, রিপোর্টার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার প্রমুখ।

এ সময় পহেলা বৈশাখ উদ্যায়াপন উপলক্ষে বিভিন্ন করনীয় বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অতিথি বৃন্দরা। সে সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, জন প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী,উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী,সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে

৮ হাজার টাকা জরিমানা

কোটচাঁদপুর শহরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী মাজিস্ট্রেট উছেন মে। রবিবার দুপুরে এ অভিযান করেন তিনি। এ সময় দুই দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পৌর শহরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযান পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্টেট উছেন মে।

এ সময় অপরিছন্নতার অভিযোগে দুই দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর মমতা হোটেল কে ৩ হাজার,আর সাতক্ষীরা হোটেলকে ৫ হাজার টাকা।

ওই সময় তিনি আরো কিছু দোকানে সচেতনতা মূলক অভিযান পরিচালনা করেন। দোকানিদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনও করেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির ইফতার মাহফিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত

বিএপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল বলেছেন, বর্তমান সরকার খালেদা জিয়াকে ভয় পায়। তাই তাকে কারাবন্দি করে রেখেছে। এই সরকারের আমলে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নই। তাই তিনি নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে নির্বাচনের দাবি করেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় ঘোষিত ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে উপজেলা বিএনপি দলিও কার্যালয়ে সামনে অবস্থান কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির

বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এই সরকার জনগণের সাথে না পেরে পুলিশকে দিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করাচ্ছে। অবস্থান কর্মসূচি বানচাল করার জন্য বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশির নামে হয়রানি করছে। রাজপথে নামতে বাধা দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি তিব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষে আমরা রাজ পথে থাকবো হামলা মামলা দিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবেনা। উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলীর সঞ্চালন।

অবস্থান কর্মসূচীতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাবেক পৌর সভার মেয়র ও পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, জেলা বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ মোস্তফা সাইদ, জেলা বিএনপির শিশু বিষয়ক সম্পাদক ফারুকুল আলম শেখা, জেলা বিএনপির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর সবুর খান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠানিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, পৌর কৃষক দলে আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দিন মানিক, উপজেলা ছাত্র দলের আহ্বায়ক নাছির উদ্দীন লিয়ন, সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা,পৌর ছাত্র দলের আহ্বায়ক সাজিদ আহমদ নিশু, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি প্রমুখ। সে সময় উপজেলা বিএনপি,পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, সেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, কৃষক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা- কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি শেষে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান চুরি

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে বুধবার থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী মোজাম বিশ্বাস।

ভুক্তভোগি মোজাম বিশ্বাস বলেন, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টা বাজে। বাড়ি থেকে বের হয়ে একজন যাত্রী নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসি। এরপর তাকে নামিয়ে দিয়ে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ভ্যানের উপর বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর পাশের বাথরুমে যায়। ফিরে এসে ভ্যানটি আর পায়নি।

এরপর অনেক খোজ করি চারিদিকে। না পেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তিনি বলেন, আমার সংসারে তিন কণ্যা সন্তান আর স্ত্রী। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। যাদের প্রত্যেকের মুখে আহার জোটে আমার আয়ের উপর। এখন আমার বাড়ির ৫ শতক ওই মাথা গোছার জমি ছাড়া আর কিছু নাই আমার।

মোজাম বলেন,ভ্যানটি কালিগঞ্জের ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন করে কিনে ছিলাম। যার কিস্তি এখনও চলছে। ভ্যান হারিয়ে এখন উভয় সংকটে আমি। একদিকে কিস্তি,অন্যদিকে প্রতিদিনের সংসার চালানো খরচ। এ ছাড়া কয়েক দিন পর ঈদ। এখন আমি কি করবো,আর কোথায় গেলে এর সমাধান মিলবে তা আমি বুঝতে পারছিনা। মোজাম বিশ্বাস কালিগঞ্জ শাহপুর - ঘিঘাটি আবাসন সংলগ্ন পাড়ার বাসিন্দা। সে ওই পাড়ার আবুল হোসেনের ছেলে। বুধবার বিকালে মোজাম বিশ্বাস কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন।

উল্লেখ,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চুরি এখন নিত্য দিনের ঘটনা। এর আগে ও অনেকের অনেক কিছু চুরি হলেও কেউ কিছু ফেরত পায়নি। এটা কতৃপক্ষের অবহেলায় ঘটছে বলে অভিযোগ ভুক্তভুগীদের।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরঙ্গ বর্মন বলেন, আজ বিকেলে এ সংক্রান্ত একটা অভিযোগ করেছেন এক মুরুব্বী।

কোটচাঁদপুর মিনিস্টার শো- রুমের উদ্ভোধন

উৎসব মুখর পরিবেশে জাকজোমক ভাবে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে কোটচাঁদপুরের মিনিস্টার শো-রুম। মঙ্গলবার বিকেলে কোটচাঁদপুরের দুধসরা মোল্লা মার্কেটের এ শো-রুমটি উদ্ভোধন করা হয়।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ কমিটি ও মিনিস্টার -মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এম,এ রাজ্জাক খান (রাজ)।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ফিতে কেটে শো-রুমের উদ্ভোধন করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা নেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মিনিস্টার গ্রুপে ডিরেক্টর রফিকুল ইসলাম লিটন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল (সিডল), প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজ সেবক আব্দুল মালেক মাস্টার।

অতিথিবৃন্দরা বলেন, মিনিস্টার আমাদের দেশীয় পণ্য। এবং গুনগত মানের দিক থেকেও রয়েছে দেশ ও দেশের বাইরে সু-নাম।

কোম্পানির চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন, মিনিস্টার শো-রুম সারা বাংলাদেশ রয়েছে। কোটচাঁদপুরে একটি ব্যতিক্রম শো- রুমের উদ্ভোধন করা হল। এটা কোম্পানির শো-রুম না,এটা আপনাদের শো-রুম। এ কথা মনে করে আপনারা সবাই মিনিস্টার পণ্য কিনবেন বলে আশা করছি।

কোটচাঁদপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রে ২৪/৭ সার্বক্ষণিক স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে “আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার” এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে স্বাস্থ শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এমসিএইচ-সার্ভিসেস এর ব্যবস্থাপনায় ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে এ অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সহকারী পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিসার মোজাম্মেল করিম, অবহিতকরণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের পরিবার পরিকল্পনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) হাবিবুল হক খান ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (এমসিএইচ-সার্ভসেস) এবং লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ) পরিচালক ডাঃ মাহমুদুর রহমান, প্রধান উপপরিচালক (এমসিএইচ)ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাতৃস্বাস্থ্য ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ঝিনাইদহ উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা এস এম আল কামাল , উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুর রশিদ, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু-হেনা মুস্তাফিজ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কনসালটেন্ট ফারহানা সবনাম, কনসালটেন্ট রাইসুর ইসলাম জুয়েল, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস সহ ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার পূজা উদযাপন পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

সমঅধিকার, সমমর্যাদা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গঠিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঝিনাইদহ জেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১ এপ্রিল) দুপুরে জেলা শহরের হামদহ কালীতলা প্রাঙ্গণে ব্যাপক আয়োজনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জে এল ভৌমিক। জেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কনক কান্তি দাসের সভাপতিত্বে ও উত্তম গাঙ্গুলীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস বিশ্বাস সাধন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রমতি পদ্মাবতী দেবী, সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস কুমার কুণ্ডু, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, শৈলকূপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম আবদুল হাকিম আহমেদসহ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নামে সংগঠনটির পথচলা শুরু হয়। শুরুতে এটি মহানগর পূজা পরিষদ নামে শুরু হয়। বর্তমানে সারা দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এ সংগঠনের কমিটি রয়েছে। এটি এ যাবৎকালে সনাতনী ধর্মীয়দের সবচেয়ে বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠনটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সনতনী ধর্মীয়দের সমমর্যাদা, সমঅধিকার নিশ্চিতকরণসহ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।